অন্তর্বর্তীকালীন চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজারের বিবৃতি

আমি অন্তর্বর্তীকালীন চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজারের (CCA) পদে প্রায় পাঁচ মাস দায়িত্ব পালনের পর আজ একটি বিবৃতি দিচ্ছি। আমি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছি, এবং আমার দায়িত্ব হলো বিল্ডিং সেফটি [ভবনের সুরক্ষা] ও রেগুলেটরি রিফর্ম [বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সংস্কার] বিষয়ে সরকারকে নির্মোহভাবে চ্যালেঞ্জ করা, নিবিড় তদারকি এবং পরামর্শ প্রদান করা।

গ্রেনফেল টাওয়ার ইনকোয়ারি কমিটির এই পদের জন্য সুপারিশ করে, যেখানে আমি একজন প্যানেল সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাই অন্তর্বর্তীকালীন চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন আছি। তদন্তে পাওয়া গেছে যে, গ্রেনফেল টাওয়ারের মর্মান্তিক ঘটনায় ৭২ জন নির্দোষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তা ছিল 'কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্মাণ শিল্পের দায়িত্বশীল অবস্থানে থাকা অন্যান্য সংস্থাগুলোর কয়েক দশকের ব্যর্থতার চরম পরিণতি'।[1] উক্ত মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে অনেক ভবন অনিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং হাজার হাজার ভবনে অনিরাপদ ক্ল্যাডিং [আবরণ] পাওয়া গেছে, যেগুলোর ত্রুটি সংশোধনের সংস্কার কাজ প্রয়োজন। বিল্ডিং সেফটি এবং রেগুলেটরি রিফর্ম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি আমার এই স্বাধীন ভূমিকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখি।

আমার ভূমিকা নিরপেক্ষ এবং আমি শিল্প খাতের কোনো প্রতিনিধি নই। আমি আরও স্বীকার করছি যে, অন্যদেরও অবদান রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিমত রয়েছে। সেই কারণে আমি আমার নিরপেক্ষ পরামর্শকে আরও শক্তিশালী করতে বৃহত্তর জনমত গ্রহণ করতে আগ্রহী। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে, নিরাপত্তার চর্চা উন্নত করা ব্যবসাগুলোর জন্য তাদের সক্ষমতা এবং ধারাবাহিকভাবে গুনগত উচ্চমান সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে তুলে ধরার একটি সুযোগ। নির্মাণ কাজের পরিবেশে আমাদের মধ্যে যারা কাজ করি, তাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব হলো যে, আমরা যা কিছু করি, তার কেন্দ্রে সেইসব মানুষকে রাখা - যারা এই ভবনগুলোতে বসবাস করেন এবং কাজ করেন।

আমি বিল্ডিং সেফটি মিনিস্টারের [ভবন সুরক্ষা মন্ত্রী] সাথে আমার মেয়াদের জন্য একগুচ্ছ অগ্রাধিকারমূলক কাজের বিষয়ে একমত হয়েছি। আমি আমার মেয়াদের শেষের দিকে আমার কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান করার ইচ্ছা রাখি। পাশাপাশি, আমি কার্যকরভাবে আমার উত্তরসূরির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করব। আমি লক্ষ্য করেছি যে, গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতির ব্যাপারে বার্ষিক প্রতিবেদনে আজ সরকার উল্লেখ করেছে যে, তারা বছরের শেষ নাগাদ একজন চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার [CCSA বা প্রধান নির্মাণ ও বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা] নিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

আমার মেয়াদের অগ্রাধিকারসমূহ হলো

আমার অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আমি গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং পরবর্তীতে বৃহত্তর আবাসন খাতে চিহ্নিত ব্যর্থতাগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছে। তদন্তে উন্মোচিত ব্যর্থতার গভীরতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ, পাশাপাশি হাজার হাজার ভবনে অনিরাপদ ক্ল্যাডিং [আবরণ] এবং ব্যাপকতর নিরাপত্তা বিষয়ক ত্রুটিগুলো চিহ্নিত হওয়ার বিষয়টি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যা সরকারের প্রতি আমার পরামর্শকে সমৃদ্ধ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমি নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারকে সমর্থন করতে আগ্রহী।

গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পর্যালোচনার সময়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বৃহত্তর নির্মাণ শিল্পকে অবশ্যই সেই সব ক্ষয়ক্ষতির কথা ভুলে গেলে চলবে না, যা অসংখ্য মানুষ সহ্য করেছেন। আমরা গ্রেনফেল ট্র্যাজেডির শোকাহত পরিবার, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি এবং বৃহত্তর গ্রেনফেল কমিউনিটির কাছে ঋণী। সেই সাথে যারা বর্তমানে অনিরাপদ ভবনে বসবাস করেন এবং কাজ করেন, তাদের সবার স্বার্থে গ্রেনফেল টাওয়ারের ট্র্যাজেডি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যেখানে অনিরাপদ ভবনগুলো মেরামত

[1] গ্রেনফেল টাওয়ার ইনকোয়ারি [তদন্ত]: ফেইজ ২ রিপোর্ট, ভলিউম ১, অধ্যায় ২, পয়েন্ট ২.৪, পৃষ্ঠা ৯

করে একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা হয়। আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি স্থায়ী ও প্রগতিশীল পরিবর্তন আনতে হবে, যা নতুন ও বিদ্যমান ভবনের নিরাপত্তা ও মান উন্নত করবে। এটি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভবনের বাসিন্দা ও ব্যবহারকারীদের আমাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই ভবনের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে, যাতে মানুষ যেখানে বসবাস করেন এবং কাজ করেন, সেই জায়গাটি নিরাপদ পরিবেশের জায়গা হয়।

এই প্রমাণসমূহের আলোকে, এই দায়িত্বে থেকে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা এবং একজন স্থপতি হিসেবে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে, আমার মেয়াদকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করছি:

- নির্মাণ সামগ্রীর জন্য বিধিবিধান সংস্কার,
- ভবন নির্মাণ এবং ইমারত নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের মানদণ্ড,
- কীভাবে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় এবং অল্পের জন্য এড়ানো দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়,
- সিসিএসএ [CCSA] পদ স্থায়ীকরণে সহায়তা করা।

আমি এই ক্ষেত্রগুলোতে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ এগুলো নির্মাণ শিল্প পরিবেশের এমন কিছু ভিত্তিপ্রস্তর - যেখানে আমি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান ভবনগুলোর বিদ্যমান সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা এবং নতুন ভবনগুলোর জন্য কার্যকর প্রবিধান প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের পাশাপাশি নির্মাণ শিল্পের সংস্কৃতি ও আচরণের ওপর নির্ভর করে যাতে ধারাবাহিকভাবে উচ্চমান বজায় রেখে নতুন ভবন নির্মিত হয়। অগ্রগতি বজায় রাখতে আমি আমার ভূমিকা পালন করব।

আজ পর্যন্ত, আমি সরকার এবং ইমারত নির্মাণ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে যুক্ত হয়েছি। বিল্ডিং সেফটি বা ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। আমি আবাসন, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি, বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটরের (BSR) চেয়ারম্যান অ্যান্ডি রো এবং বিএসআর (BSR)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চার্লি পাগসলির সাথে শক্তিশালী কাজের সম্পর্ক গড়ে তুলেছি এবং হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অ্যান্ড্রু কারানের সাথে যুক্ত হয়েছি। সরকারের বাইরে আমি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এবং অন্যান্য ফোরাম যেমন কনস্ট্রাকশন লিডারশিপ কাউন্সিল এবং বিল্ডইউকে [BuildUK]-এর মেম্বার কলগুলোর মাধ্যমে শিল্প এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে যুক্ত হয়েছি। আমি ডেম জুডিথ হ্যাকেটের সাথে ভবন নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার সংক্রান্ত তাঁর পূর্ববর্তী ও বর্তমান কাজ নিয়ে আলোচনার জন্য দেখা করেছি। আমি পল মরেলের সাথেও আলোচনা করেছি, যাতে চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা পদ্ধতির স্বাধীন পর্যালোচনার কাজগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

আমার পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ

আমার মেয়াদের বাকি সময়ে আমার কাজ হলো, আমার অগ্রাধিকারগুলো এগিয়ে নেওয়া এবং সরকারি নীতি গঠনে সহায়তা করার জন্য আমার নির্মোহ পরামর্শ প্রদান করাই আমার মূল লক্ষ্য। আমি আমার সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি। আমি বিএসআর রেসিডেন্টস প্যানেলের [BSR Residents' Panel] মতো আবাসিকগ্রুপগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার সংক্রান্ত গণবিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকার অপেক্ষায় আছি। আমি এই সম্পৃক্ততাকে আমার পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করতে এবং যেখানে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, সেখানে গঠনমূলকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে ব্যবহার করব।

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমার মেয়াদের শেষে, অন্তর্বর্তীকালীন চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে আমার মেয়াদের কাজের রূপরেখা দিয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। ভবন নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারে উন্নতি সাধনে আমার ভূমিকা

পালন করা একটি বিশেষ সম্মানের বিষয়। যদিও আমার সময় সীমিত, তবুও আমি আসন্ন সিসিএসএ (CCSA)-এর জন্য মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই সুযোগটি ব্যবহার করে সমঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রগতিশীল উদ্যোগ এবং নীতিমালা এগিয়ে নেওয়া চেষ্টা করব।